ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫৬৮

আগরতলা,৪ জুলাই,২০২৫

বিহারে এস.আই.আর. কার্যক্রম মসৃণভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে
প্রায় ১.৫ কোটি পরিবারে বি.এল.ও.-দের প্রথম পরিদর্শন সম্পন্ন
৮৭ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ

বিহার রাজ্যে প্রায় ১.৫ কোটি পরিবারের মধ্যে বুথ লেভেল অফিসারদের (বি.এল.ও.) প্রথম দফার পরিদর্শন আজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৪ জুন ২০২৫ অনুযায়ী মোট ৭,৮৯,৬৯,৮৪৪ (প্রায় ৭.৯০ কোটি) নিবন্ধিত ভোটারের মধ্যে ৮৭ শতাংশ অর্থাৎ ৬,৮৬,১৭,৯৩২ জনের কাছে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে। এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন এস.আই.আর.) কার্যক্রমের সময় কিছু বাড়ি বন্ধ থাকতে পারে, বা সেই বাড়িগুলো মৃত ভোটার, অভিবাসী বা ভ্রমণে থাকা ব্যক্তিদের হতে পারে। যেহেতু বি.এল.ও.-রা তিনবার করে ভোটারদের বাড়িতে যাবেন, তাই এই সংখ্যাটি আরও বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

আংশিকভাবে পূর্ণ ফর্মগুলো ইসিআই পোর্টাল (https://voters.eci.gov.in) এবং ই.সি.আই.এন.ই.টি. অ্যাপেও ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ এবং ভোটার নিজেও ই.সি.আই.এন.ই.টি. অ্যাপের মাধ্যমে পূর্ণ ফর্ম আপলোড করতে পারবেন।

এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত মোট ১,৫৪,৯৭৭ জন বুথ লেভেল এজেন্ট (বি.এল.এ.) এস.আই.আর. প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছেন। ২ জুলাই পর্যন্ত বিজেপি ৫২,৬৮৯ জন, আর.জে.ডি. ৪৭,৫০৪ জন, জে.ডি.(ইউ.) ৩৪,৬৬৯ জন, আই.এন.সি. ১৬,৫০০ জন, রাষ্ট্রীয় লোক জন শক্তি পার্টি ১,৯১৩ জন, সি.পি.আই.(এম.এল.)এল. ১,২৭১ জন, লোক জন শক্তি পার্টি (রামবিলাস) ১,১৫৩ জন, সি.পি.আই.(এম.) ৫৭৮ জন, রাষ্ট্রীয় লোক সমতা পার্টি ২৭০ জন, এছাড়াও বি.এস.পি. ৭৪ জন, এন.পি.পি. ৩ জন ও এ.এ.পি. ১ জন বি.এল.এ. নিয়োগ করেছে। প্রত্যেক বি.এল.এ. প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৫০টি সত্যায়িত ফর্ম জমা দিতে পারেন।

প্রায় পাঁচ শতাংশ পূর্ণ ও স্বাক্ষরিত ফর্ম অর্থাৎ প্রায় ৩৮ লক্ষ ফর্ম ইতিমধ্যে বি.এল.ও.-দের হাতে পৌঁছে গেছে, যারা নিষ্ঠার সাথে "অগ্রাধিকার অন্তর্ভুক্তি" এই মন্ত্রে কাজ করে চলেছেন, যা নির্বাচন কমিশন বারবার গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছে। এস.আই.আর. অনুযায়ী, খসড়া ভোটার তালিকায় (যা ১ আগস্ট ২০২৫-এ প্রকাশিত হবে) নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হলে, ভোটারকে ২৫ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পূর্ব-মুদ্রিত এনুমারেশন ফর্মে স্বাক্ষর করে তা জমা দিতে হবে। পাশাপাশি, অনলাইনে আপলোডকৃত ফর্মগুলোর যাচাই প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। কোনো কোনো মহলের সন্দেহ সত্ত্বেও, এস.আই.আর. নিশ্চিত করবে যে, সকল যোগ্য ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন।

স্বাক্ষরিত এনুমারেশন ফর্মের সঙ্গে সংযুক্ত নথির ভিত্তিতে, খসড়া তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নামের যোগ্যতা যাচাই ধারাবাহিকভাবে করা হবে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ২ আগস্ট ২০২৫ থেকে এই যাচাই আরও জোরালোভাবে শুরু হবে। খসড়া তালিকার ভিত্তিতে, ২ আগস্ট ২০২৫ থেকে রাজনৈতিক দল বা সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে দাবি ও আপত্তি জমা দেওয়া যাবে।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ডি.এম.) এবং মুখ্য নির্বাচনী অফিসার (সি.ই.ও.)-এর কাছে আপিল দাখিল করা যাবে। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****